প্রমিথিউস

জিসু চন্দ

চরিত্রাবলী

প্রমিথিউস	আফ্রোদিতি	জিউস
এথিনা	হিফিসটস	ভালকান
পিসিস্ট্রেটাস	এপোলো	হারমিস
হেরাক্লেস	ইলেকট্রা	দাদু
আইও	হীর	হার
ঈগল		

।। দৃশ্য ঃ ১ ।।

জঙ্গল আদিম মানব। মঞ্চে আবছা আলো। একটা স্রোতের ধারা বয়ে যাচ্ছে। বিদ্যুৎ চমক। মেঘের গর্জন। মানুষগুলি ভয়ে জড়সড়। মাটিতে কান লাগিয়ে শুনে। বৃষ্টি পড়ে। স্রোত থেকে জল পান করে।

বৃষ্টি থামল। পশুর ডাক। পাখির ডাক শোনা যায়। একজন শিকারে যাবার অঙ্গভঙ্গি করে। সকলে শিকারের ইংগিত করে নাচে। বেরিয়ে যায়।

পশু ছালের কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত কোনো রকম ঢাকা। লতা পাতাও আছে। হাতে কাঠ বা পাথরের হাতিয়ার। একটা মরা পশু টেনে এনে মাঝখানে রেখে সকলে ঘুরে ঘুরে নাচে। এর মধ্যে ২/১ জন পশুটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে খাবার চেষ্টা করে। বাধা দেয়। মারামারি লেগে যায়।

নেপথ্যে। আমি প্রমিথিউস বলছি (প্রতিধ্বনিত হতে থাকে) (প্রমিথিউসের প্রবেশ) আমি প্রমিথিউস বলছি। শোন তোমরা (Spot প্রমিথিউসের মুখে) (আদি মানবরা প্রমিথিউসকে দেখে। নিজেদের দিকেও দেখে। প্রমিথিউসের হাত দিয়ে ছুঁতে গিয়েও হাত সরিয়ে নেয়। প্রমিথিউস দুহাত দু'জনের কাঁধে রাখেন।

প্রমিথিউস। মারামারি করো না। বন্ধ করো এ আত্মহত্যা। নিজেদের ধ্বংস ডেকে এনো না। আমার কথা শোন। প্রবৃত্তিতাড়িত পশুর মত জীবন তোমাদের কেন এরকম থাকবে। ওই ওলিমপাসের দিকে দেখ। ওরা নিরাপদে আরামে আছে। আগুনের ব্যবহার শিখেছে। রোদ বৃষ্টি-শীত থেকে বাঁচার মত ঘর বানিয়েছে। খাদ্য পুড়িয়ে সুস্বাদু করে খায়। খাদ্য সঞ্চয় করে রাখে। তোমরাও আগুন জ্বালো (সবাইকে ইঙ্গিতে কাছে বসায়। কাঠ পাথর ঘসে আগুন জ্বালে)

প্রমিথিউস। এভাবে আগুন জ্বালবে। (একটুকরো মাংস আগুনে পুড়িয়ে—খেতে দেয়। স্বাদ পেয়ে আনন্দে নাচতে থাকে।) এভাবে খাবে। আগুন জ্বালিয়ে রাখবে। আগুন খাদ্যের স্বাদ। উত্তাপের আরাম আগুনের উত্তাপে নিজেদের বাঁচাবে। আগুন অসীম শক্তির উৎস, অনন্ত জিজ্ঞাসাস্বরূপ। অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে যাবে। ওই ওলিমপাসের ওরা আগুনের ব্যবহার শিখে নিজেদের অমিত শক্তিধর দেবতা বলে প্রচার করে। আমি প্রমিথিউস ওখান থেকেই আসছি। আমি জানি কেউ দেবতা আর কেউ অসুর দানব নয়। সবাই মানুষ।

সবাই ধরিত্রীমাতা থেমিসের সন্তান। আমিও থেমিসের সন্তান মানুষ ওলিমপাসের জলবায়ু মানুষের অনুকূল তাই ওরা উন্নতির কয়েক ধাপ এগিয়ে গেছে। তোমরাও এভাবে এগিয়ে যাবে উন্নতির ধাপে ধাপে।

আমি প্রমিথিউস বলছি। এই আগুন জল বাতাস সূর্যালোক এই ধরিত্রীমাতা নদী গাছপালা ফুল ফসল—সকলের। সকলের। সকলের অধিকার আছে। বিশ্বপ্রকৃতির সকল সম্পদ সকলের। কেউ পারে না তারে কুক্ষিগত করে রাখতে।

আগুনের পরশে মানুষ জয় করবে প্রকৃতিকে, প্রতিকূলতাকে। নিজেই হবে নিজের ভাগ্য নিয়ন্তা—মানুষ।

(প্রমিথিউসের মুখ আনন্দে উদভাসিত। আদি মানবেরা ঘুরে ঘুরে নাচতে থাকে)

দৃশ্যান্তর

।। দৃশ্য ঃ ২ ।।

ওলিমপাস। জিউসের ভোজসভা।

মঞ্চে একটা গথিক পিলার। জানালার দূর পর্বত চূড়ার আভাস। মধ্য মঞ্চে আগুন জ্বলছে। মাংস পোড়ানো হচ্ছে ২/৩টি মদের ভাণ্ড।

জিউস বসে নল দিয়ে ভান্ড থেকে মদ টানছে। মাঝে মাঝে পোড়া মাংস মুখে দিচ্ছে।

হিফিসটস আগুনের কাছে যেন পাহারারত।

আফ্রোদিতি জানালা দিয়ে বাইরে দেখছে। এথিনা বসে আছে। ভালকান একটু মদ্য টেনে হাত দুটো মুঠো করে পাক দিচ্ছে। পিসিস্ট্রেটাস পায়চারী করছে। পালোয়ানের ভঙ্গিতে বাহু দুটি মর্দন করছে।

আফ্রোদিতি। তুষার কিরীট ওই ওলিমপাস শীর্ষ। শীতের আগমনে পত্রপুষ্পবিহীন নিরাভরন বৃক্ষ যত উলঙ্গ দেখায় ওই মর্তের অসুর গুলোর মত। দেবরাজ, জিউস মৃত্যু কবলিত হবে ওরা আর আগুনের ব্যবহার জানল না যত মুর্খ মরুক যত খুশি। দুঃখ কেবল দেবরাজ পুষ্প বিনে অঙ্গ সজ্জা হবে না যে। জলকেলি বন্ধ হল। বরফ জমাট স্রোতধারা নিদ্রাভঙ্গ সনান সাথে কূজন শুনব না কতদিন। বসন্ত শেষে ওরা ফিরে আসবে। বরফ জমানা ঠাণ্ডা। উলঙ্গ গাদাগাদি অসুর না জন্তু। খাদ্য কেবল কাঁচামাংস, ছিঃ ছিঃ অসহ্য—

জিউস। বেশ বলেছ সুন্দরী। তোমার বাকচাতুরী জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এথিনাকেও মানায় হার। মুগ্ধ আমি রূপের দেবী আফ্রোদিতি তোমার গুণে লহ অভিনন্দন। মর্তের ওই বর্বর অসুরগুলো পড়বে ত মারা—কী বল এথিনা। আমার প্রতিষ্ঠা, আমাদের দেবত্ব তাহলেই হয় নিশ্চিত। হিফিসটস—মনে রেখ, অগ্নি যেন প্রচারিত নাই হয় ওই মর্তের অসুর কুলে। তাহলেই ওদের বিনাশ—

এথিনা। আর আমাদের পৌষমাস। কি বলেন দেবরাজ জিউস। এমনি করে কতকাল বাঁচাবে নিজেদের। ক্ষুদ্র ওলিমপাসের সীমানায় বাঁধা মানবে না সকল শক্তি। ছড়িয়ে যাবেই আপন গতিতে। বাতাসকে পার কি বাঁধতে তোমার ইচ্ছাতে পারবে ওই নদীর ধারা করে দিতে স্তব্ধ। অসুররাও অসুর রবে না চিরকাল।

হিফিসটস। এথিনা দেবী কি প্রবৃত্ত জ্ঞান বিতরণে মর্তের ওই অসুর পল্লীতে। তারই ছলে প্রেম আরাধনা কোন অসুর শ্রেষ্ঠের। মনে রেখ যখন তখন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দিতে পারি সমগ্র অসুরকূল। হোক সে যতই প্রেমাস্পদ তোমার।

জিউস। তাই ভালো, হিফিসটস, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে বর্বরগুলোকে মুক্ত হওয়া যাক দুর্ভাবনা থেকে।

ভালকান। আমার হাতুড়ির ঘায়ে করে দিতে পারি চূর্ণ-বিচুর্ণ। পথ পাবে না পালাতে অসুরগুলো কেবল ওই অভিশপ্ত যক্ষ প্রমিথিউস—

জিউস। প্রমিথিউস। প্রমিথিউস ওই এক দুর্ভাবনা দুঃস্বপ্নের ছায়া যেন সমগ্র ওলিমপাসের দেবলোক করে আছে গ্রাস। পরমমিত্র হয়েও সে স্বর্গলোকে সবাকার মনে এক মহা আতঙ্কের মত করে অনুসরণ—তার থেকে মুক্তি কেমনে পাব জানি না। কবে সে দেবে মুক্তি আমাদের—

পিসিস্ট্রেটাস। নির্বাসন। নির্বাসনই একমাত্র হে দেবরাজ। আমি পিসিস্ট্রেটাস মহাতঙ্ক এথেনসের নির্বাসন দেব তাকে আমার প্রতিষ্ঠিত এ নগর প্রাচীর সীমার বাইরে, আজ্ঞা হলে তোমার—

আফ্রোদিতি। হ্যাঁ যোগ্য দৃষ্টান্তই হবে স্থাপিত ওলিমপাসবাসী দেবগড়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের। যাঁর বুদ্ধি যাঁর দূরদৃষ্টি আর বাহুবলে আদি অধিষ্ঠাতা ক্রানোসে করে বিতাড়িত প্রতিষ্ঠিত তোমাদের এ স্বর্গরাজ্য—তাঁকে যদি নির্বাসন নাহি দাও, তোমাদের শ্রেষ্ঠত্বমহিমান্বিত হবে কেমনে।

এথিনা। নবলব্ধ ক্ষমতা হয় এমনি দুর্বিনীত অন্ধ আত্ম কলহে মগ্ন, দৃষ্টি সীমিত। সংকীর্ণ তোমাদের বিচরণ ক্ষেত্র। সর্বনাশ তোমাদের কেউ পারে না ঠেকাতে।

আফ্রোদিতি। নীচ জঘন্য দুরাত্মা শয়তান যত করে বিচরণ দেবভূমে দেবতার সাজে।

পিসিস্ট্রেটাস। নির্বাসন। তোমাদেরও দেব নির্বাসন।

ভালকান। হ্যাঁ নির্বাসন—

হিফিসটস। বন্দী করে রাখ ওদের। না হলে অসুর পল্লীর উল্লাসে ম্লান হয়ে যাবে আমাদের স্বর্গলোক।

আফ্রোদিতি। জঘন্য, জঘন্য অসহ্য এ অশালীন—

এথিনা। চল আফ্রোদিতি ত্যাগ করে যাই এ ওলিমপাস আমরা। নারীবর্জিত থাক ওরা। (প্রস্থান উদ্যত উভয়ে)

জিউস। দেবীগণ, হয়ো না রুষ্ট আমা'পসা মুর্খ যত করে আস্ফালন।

পুং সকলে ঃ মুর্খ মুর্খ তুমি। আমরা মুর্খ, দেখি তোমার ক্ষমতা কত। নারীরে কর পূজা।

জিউস। নারী আদি। নারী শক্তি। নারী ছাড়া তোমাদের সৃষ্টি হত কী কখনো। কার পরিচিতিতে পরিচিত ছিল পিতৃপিতামহগণ তোমাদের, ভুলে কি গেলে অকৃতজ্ঞ যত। ভুলিনি আমি দেবীগণ, তাই এত ভালোবাসি শ্রদ্ধা করি তোমাদের। অজানা বিপদ সঙ্কুল পথে পারি না ছেড়ে দিতে তোমাদের। আজন্মের আবাস ওলিমপাসের স্বর্গরাজ্য ছেড়ে যাবেনা কখনো, এ সত্য কর।

আফ্রোদিতি। আজন্মের আবার এ স্বর্গরাজ্যে ওলিমপাস। হাসালে দেবরাজ। বনে জঙ্গলে করেছে। বিতাড়িত আজন্মের আবাস ছিল যাদের এ ওলিমপাস। তোমাদের প্রতিষ্ঠা এতই সেদিনের। নগরপত্তনকারী পিসিস্ট্রেটাসের গতরে এখানের ধূলোমাটি রয়েছে লেগে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে পর ভুলে যেতে হয় নিজেদের হীন অতীত। দখল করা ভূমিই হয় আজন্মের আবাস। বঞ্চিতরা-অর্বাচীন কুরুচির পাত্র। না হলে শাসন কার্য চালাবে কোন ছলে।

জিউস। দেবীগণ করো সত্য স্বর্গরাজ্য ছেড়ে যাবে না কখনো। ওলিমপাস স্বর্গরাজ্যের আমি অধিপতি। বিচার বিবেচনা এবং দণ্ডবিধান সকলি হস্তগত আমার। প্রমিথিউস প্রমিথিউস দুঃস্বপ্ন হলেও পরমমিত্র সে আমার। সে ভিন্ন ইন্দ্রত্ব দেবত্ব প্রতিষ্ঠা হত না আমার। আমি দেবরাজ জিউস করছি ঘোষণা আমার আজ্ঞা ভিন্ন উত্থাপিত করা কোন অভিযোগ অথবা দণ্ড উচ্চারণ হল নিষিদ্ধ।

অগ্নিদেব হিফিসটস, ধাতুর অধিপতি ভালকান মহানদৈত্য পিসিস্ট্রেটাস তোমরা এমন কি ওই চন্দ্র সূর্য—

এপোলো। (এতক্ষণ মদ্যপান করে করে ঢুলছিলেন) স্পর্ধা তোমার ক্ষমাহীন। আকাশে হাত বাড়াও। মুর্খের আস্ফালন। দুদিনের ক্ষমতার অধিকারী ভুলে যেতে যায় পিতৃমাতৃ পরিচয়। উপস্থিতিতে অবজ্ঞা আমার দুর্বিসহ। এখনি এস্থান ত্যাগ করে যাবো। (প্রস্থানোদ্যম)

সকলে। ক্ষমা করে, ক্ষমা করো আদির আদি তুমি হে মহান। এপোলো সূর্যের অধিষ্ঠাতা আলো আর উত্তাপের আদি। প্রজাগণের প্রাণস্বরূপ প্রসন্ন হও সদা প্রসন্ন থাক। ক্রোধ তোমার প্রজাগণের বিনষ্টি। তুমি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়। তুমি শস্যগণ পশুগণ তোমারই করুনায় বর্ধিত হোক। তুমি তুষ্ট হোক সদা আমাদের প্রতি।

আফ্রোদিতি। হে দেবাদিদেব আমার হাতের এ পাত্র থেকে সুপেয় পানীয় গ্রহণ করে তৃপ্ত হও। সুপক্ক মাংস ভোজন করে সন্তুষ্টি লাভ কর। আমার সঙ্গসুখে আনন্দ লাভ কর। ধন্য কর হে আমায় তোমার সঙ্গ দানে। দেবরাজ জিউস। তোমায় সঙ্গ দেবে এথিনা, থেটিস অথবা যে কোনো সুরাঙ্গনা। আমি আছি দেবাদিদেব সাথে।

জিউস। এই থাক আফ্রোদিতি। দেবাদিদেবের সন্তুষ্টি বিধানে ত্রুটি না হয় যেন। কিন্তু প্রমিথিউস এলো না এখনো। তারই জন্য আজিকার এ আয়োজন। আনন্দ পায় না সে তোমার সঙ্গ ছাড়া। মনে রেখ তার তুষ্টি বিধানে আমাদের কর্তব্য অন্যতম।

আফ্রোদিতি। সে আমার আছে মনে।

হিফিসটস। চমৎকার আফ্রোদিতি। খঞ্জ বলে এত অগ্রাহ্য কর। জিউস এপোলো প্রমিথিউস সকলের সঙ্গে তোমার লীলা প্রণয়। আমি অবসর বিনোদনের সাক্ষীমাত্র। তুমি আমি তবুও স্বামী স্ত্রী।

এপেলো। কী বলে এই অর্বাচীন। স্বামী-স্ত্রী। সে আবার কী।

আফ্রোদিতি। ধর এ পানীয় সুরাসার। তুমিই আরাধ্য আমার। প্রমিথিউস সনে অভিনয় মাত্র।

এপোলো। সুরা সুমধুর। সুস্বাদু মাংস। আর তুমি সুন্দরী—জিউস, আতঙ্কিত কেন তোমরা সকলে, প্রমিথিউস নাম উচ্চারণে।

জিউস। প্রমিথিউস পরমমিত্র আমার। ধরিত্রীমাতার থেমিসের সন্তান। দেবত্ব লাভ করেও ভুলতে সে পারে না সে কথা। মর্তলোকে করে অবাধ বিচরণ। করুণা তার অসুর কুলমুখ। বিপদ—ওই আসে বীরশ্রেষ্ঠ পরমমিত্র প্রমিথিউস—এসো মিত্র—

প্রমিথিউস। স্বর্গ মর্ত পাতাল কিছু ভেদাভেদ নাই। সুরাসুর সকলেই সকলেই মানুষ। ধরিত্রীমাতা থেমিসের সন্তান। তবে কেন অন্তহীন অন্ধকারে বরফ জমাট শীতে জন্তুর মত অসহায় ভাবে মরবে মানুষেরা। নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে, উত্তাপের আরামে সুপক্ক মাংস ভোজন আর সুরাপানে তেজদৃপ্ত আমরা। দেবরাজ এর প্রতিকার চাই।

জিউস। পশুরা মরবে পশুরই মত। আমার করণীয় কিছু নাই। নিজ ক্ষমতায় করেছি অর্জন দেবত্ব বিলিয়ে দিতে নয় অযোগ্য পাত্রে। ক্ষমতাবানরা করবে। ভোগ যত আরাম সুখ আর মসৃণ জীবন। অক্ষমে বাঁচাতে পারবে না কেউ করুণা বিতরণে। আর দেরি নয়। আফ্রাদিতি এথিনা শুরু হোক পান ভোজন আর নৃত্যগীত। এসো বন্ধু শুরু হোক—

এথিনা। ধর এ পানপাত্র—

অফ্রোদিতি। নাও এ সুপক্ক মাংস।

প্রমিথিউস। শান্তি নেই দেবগণ। সুখ নেই পান ভোজনে। থেমিসের সন্তানরা যতদিন রবে পশুসম অসহায়। আমাদেরই স্বজন ওরা। একথা যদি হই বিস্মৃত তাহলে সেই পাপে তোমার আমাদের সকলের সর্বনাশ অনিবার্য।

জিউস। দেবতার নেই বিনাশ, নেই সর্বনাশ। একথা আমি যেমন জানি, জান তুমিও। তাই চিন্তা নেই আমাদের। আফ্রো-সুরা দাও। এথিনা-মাংস আন (দুজনে তাই করে। জিউস ও প্রমিথিউসকে দেয়। নিজেরাও খায়।) নৃত্য হোক শুরু। (এথিনা জিউসকে ধরে। আফ্রোদিতি প্রমিথিউসকে হাতে ধরে। সকলে হাত ধরাধরি করে গোলাকারে ঘুরে ঘুরে নাচে।)

(তারপর একে একে সবাই ঘুম ঢলে পড়তে থাকে।)

প্রমিথিউস। এই তো ওলিমপাস। এ নাকি স্বর্গরাজ্য। ওরা সব দেবতা। অপদার্থ যত আলস্য বিলাসে ডেকে আনছে সর্বনাশে নিজেদের। আগুনের বন্দী করে যত ক্ষমতার দম্ভ। দাম্ভিকতাই বিনাশ করে ত্বরান্বিত।

এ আগুন বাঁচার অস্ত্র জোগাবে মানুষে। মানুষ হবে প্রতিকূলতা জয়ী। কীর্তিতে অমর। আগুন সকল শক্তি সকল জ্ঞানের উৎসস্বরূপ। এর ব্যবহার ছড়িয়ে দিতেই হবে স্বর্গ-মর্ত পাতালে। আমি প্রমিথিউস হব অগ্রগামী এ কর্তব্য সাধনে। (প্রস্থান)

(আশঙ্কাজাগানো একটা যান্ত্রিক শব্দ।)

জিউস। একি! সবাই নিদ্রাচ্ছন্ন। কারো চেতনা নেই। কিন্তু (সবদিকে দেখে) একি প্রমিথিউস গেল কোথা। দেখা নাহি তার। তবে কি আশঙ্কাই সত্য হল। হারমিস, হারমিস (প্রবেশ করে) কোথা ছিলে এতক্ষণ। ঘুমে ছিলে কী অচেতন। প্রমিথিউস গেল কেথা কেমনে গেল সে বলতে কী পার—

হারমিস। না, দেবরাজ।

জিউস। বিপদ সংকেত। ঘুম ভাঙাও। (হারমিস প্রস্থান) *বাইরে থেকে বিপদসংকেত ধ্বনি।*

হিফিসটস। ভালকান, পিসিস্ট্রেটাস, ওঠ। ঘুমায়ো না আর। আফ্রোদিতি, এথিন, তোমরাও অচেতন হয়ে গেলে।

পিসিস্ট্রেটাস। আর কিসের এত গোল। ঘুমোতেও কী দেবে না স্বস্তিতে।

আফ্রোদিতি। তুমি ত ছিলো জাগ্রত না কি বল জিউস। তবে কেন কর চেঁচামেচি হা হুতাশ। আমরা না হয় নেশাচ্ছন্ন নিদ্রাকাতর।

জিউস। হারমিস যাও এখনি ত্বরা করি। যেথা পাও বলোগে প্রমিথিউসে আসে যেন দ্রুত স্বর্গ সমীপে। অপেক্ষিছে সকলে তারই লাগি। হিফিসটস তুমিও কর্তব্যে করিলে অবহেলা।

আমি জিউস। আমি দেবরাজ। মানব না হার তোম কাছে প্রমিথিউস। সর্বজ্ঞ অগ্রগামী যতই হও তুমি। ক্ষমতা আমার হস্তগত। মিত্র বলে দিয়েছি স্বাধীনতা দিয়েছি স্বর্গসুখ। তা যদি হল না মনঃপুত তোমার। তবে দন্ড ভোগ কর এবার।

সকলে। দন্ড চাই। প্রমিথিউসের দন্ড চাই।

(আলো নিভে যায়। সকলে ঠিকঠাক হয়ে বসে। জিউস মধ্যিখানে, পেছনে উচ্চেসা।)

(আলো জ্বলল। মাঝখানে অগ্নিকুন্ড পূর্ববৎ)

হারমিস (প্রবেশ) ঃ দেবরাজ জিউস, আপনার আজ্ঞা করেছি গোচর প্রমিথিউসে। ব্যস্ত আছে অগ্নির প্রচারে মর্তলোকে। আসিবেন কর্তব্য সমাপনে। কর্তব্যের ফলভোগ বুঝবে এবার।

জিউস দন্ড চাই। কঠোর দন্ড প্রাপ্য প্রমিথিউসের।

জিউস। আপন কর্তব্যে করে অবহেলা ঘুমায়েছিল তার দন্ড কী হতে পারে।

ভালকান ও এথিনা। একসাথে পাঠাও নির্বাসনে।

আফ্রোদিতি। দেবাদিদেব এপোলো আপনার অভিমত জানতে কি পারি।

হিফিসটস। আফ্রোদিতি প্রিয়ে আমার, তুমি কেন কর না প্রতিবাদ।

আফ্রাদিতি। কিসের প্রতিবাদ।

হিফিসটস। আমারে যে দন্ড দিতে চায়।

জিউস। চুপ কর সকলে। ওই আসে প্রমিথিউস।

প্রমিথিউস। (দ্রুত প্রবেশ) মহান কর্তব্যে আছি রত। ব্যাঘাত ঘটাও কেন ডাক পাঠিয়ে।

হিফিসটস। তোমার হইবে বিচার এই ওলিমপাসের স্বর্গসভায়।

প্রমিথিউস। কোন অপরাধে তোমরা করিবে বিচার আমার কোন অধিকারে।

সমবেতকণ্ঠে। কঠোর দন্ড চাই প্রমিথিউসের। আগুন চুরি করে স্বর্গ হতে দিয়েছে মর্তলোকে ছড়ায়ে।

জিউস। শান্ত হও সকলে। (নিস্তব্ধতা) প্রমিথিউস মিত্র আমরা কেন পাঠায়েছি ডেকে, বুঝলে তো। অভিযোগ শুনলে তো সকলের। তারই বিচার চাইছে। চাইছে সকলে দিই যেন আমি দন্ড তোমাকে। কী গুরুদায়িত্ব বর্তেছে আমা পরে বুঝতেই পার। এবার বল তোমার বক্তব্য যদি কিছু থাকে। আত্মপক্ষ সমর্থনে।

প্রমিথিউস। সমবেত দেবগণ। *(আওয়াজটা গম গম করে। তারপর সব স্তব্ধ)*। অভিযোগ শুনছিলাম তোমাদের। আমি অভিযুক্ত এখানে। অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে কী, না, করেছি চুরি আগুন। স্বর্গের দেবতাদের আগুন তা দিয়েছি ছড়ায়ে মর্তলোকে। দেবতাদের শত্রু অসুরদের মধ্যে। অভিযোগ জানি আমি। আমার চিন্তা সদাই অগ্রগামী। আগুন ছড়িয়ে দেবার আমি কে। আগুন সর্বত্র বিরাজিত বৃক্ষ পাথরে ওই আকাশের বজ্রে। সে কার ইচ্ছাসৃষ্ট অথবা আজ্ঞাবহ নয়। নয় সে কুক্ষিগত কারো।

বল সবে উত্তর দাও কে কবে কোথায় কী উপায়ে আগুনের করেছিলে উদ্‌ভাবন। (সব নিস্তব্ধ) জানি এর কোনো জবাব নেই তোমাদের। কী করে দেবে জবাব। যা তোমার সৃষ্টি নয়, যা তৈরী করনি তুমি, তার স্বত্বে দাবি করে দম্ভ করা যায়। তবুও অধিকার বর্তায় না।

বল ত হিফিসটস, কবে কী ভাবে সৃষ্টি করেছিলে আগুন।— জানি উত্তরদানে অক্ষম তুমি। মিথ্যা নিয়ে সত্যের মুখোমুখি উত্তর দেওয়া যায় না। তুমি আগুনের দেবতা সেজেছ, কুক্ষিগত করে রাখতে এই ওলিম্পাসের ক্ষুদ্র পরিসরে। কে দিয়েছে সে অধিকার তোমায়। তুমি, তোমরা চাইলেই কী তা হয়ে যাবে সত্য। উত্তর দাও সকলে। যদি পার সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে। এই ধরিত্রী এই চন্দ্র সূর্য বাতাস নদী প্রবাহ বৃক্ষরাজি জীবজন্তু কে সৃষ্টি করেছ। কেউ তো করনি। এ সবের সৃষ্টি রহস্যও অজানা তোমাদের। ধরিত্রী মাতা থেমিসের সৃষ্টি সকলি। থেমিসও দাবি করে না অদিকার। রাখে নাই কুক্ষিগত করি। আপন সৃষ্ট সন্তানেও কুক্ষিগত করে রাখার অধিকার বর্তায় না পিতামাতায়। স্বাভাবিক বৃদ্ধি স্বাধীন বিচরণ অবরুদ্ধ করার অধিকার নেই। যদি কর, সে হবে নিয়মের ব্যভিচার। দাবাগ্নিকে পারবে কী মুঠোয় রাখতে। পার কী বাতাসকে প্রকোষ্ঠ বন্দী করতে। ওই নদীসেত্রাত পারবে কী শাসনে স্তব্ধ করে দিতে। বৃথা দম্ভে চূর্ণ হবে তোমাদের স্বর্গরাজ্য জিউস। আমি দূরদ্রষ্টা প্রমিথিউস স্মরণে রেখো।

প্রকৃতির আগুন সর্বত্র ছড়ান। চুরি কেন করব আমি। সর্বত্র যা ছড়ান, তা সকলের। শুধু ব্যবহার কৌশলটা জানত না যারা তাদের সে কৌশল দিয়েছি শিখায়ে। তাই চুরির অভিযোগ মিথ্যা। আমি দিই বা না দিই ক্রমে আগুনের ব্যবহার শিখবেই মানুষ। তোমরা যাদের বল মর্তের অসুর, তারা কী আমাদেরই পিতৃপুরুষ সম নয়। দু দিনেই বিস্মৃত হলে তা। দুরধিগম্য স্থানে পৌঁছে সুখ ও আরাম পেলে ভুলে থাকতে চায় নিজের হীন অতীত। দুর্বল স্বজনের করে ধ্বংস কামনা। আপন শ্রেষ্ঠত্ব দম্ভে করে আস্ফালন। নিজেরই অস্তিত্ব করে বিপন্ন।

সকলে। আর কথা নয়। দন্ডাজ্ঞা ঘোষিত হোক অবিলম্বে।

প্রমিথিউস। মর্তের অসুরেরা যদি নাই বাঁচে, তবে তোমাদের অস্বিত্ব মাহাত্ম্য কীর্তিত হবে কেমনে। আমি সেই ব্যবস্থাই করেছি। তার জন্যে শাস্তি কোন শাস্তিই নয় আমার। মৃত্যু তাড়িত তুমি জিউস একদিন বাঁচার পথসন্ধান চাইবে আমার কাছে। সেদিন বিমুখ করি যদি দোষ নিও না যেন।

আফ্রোদিতি। ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও প্রাজ্ঞ প্রমিথিউস। জিউসের মৃত্যু, সে ও কী সম্ভব। বিশ্বাস না হলেও জানি তোমার বাক্য মিথ্যা হবে না কখনো।

হিফিসটস। আর বিলম্ব কেন জিউস—

জিউস। সমবেত দেবগণ, আপনাদের সকলের অভিযাগ এবং সিদ্ধান্তক্রমে দন্ডদানে বাধ্য আমি পরমমিত্র আমাদের প্রমিথিউসকে। শাস্তি হল অপরাধীর নির্বাসন। পৃথিবীর প্রান্তসীমায় ককেসাস দ্বীপে। হাতে পায়ে বাঁধা শিকল পাথরে গ্রথিত। অনাচ্ছাদিত আকাশ তলে কা। হাজার হাজার বছর। ঈগল তীর যকৃৎ ছিঁড়ে খুরে খাবে রোজ। যাও হারমিস হিফিসটস নিয়ে যাও অপরাধীকে দন্ডস্থলে।

প্রমিথিউস। শোন জিউস। অতি দর্পে সর্বনাশ তোমাদের নিকটবর্তী তোমাদের নিকটবর্তী। দন্ডাজ্ঞায় ভীত বা করুণাপ্রার্থী হবে না প্রমিথিউস। যতদিন ধরিত্রী ততদিন মানুষ ততদিনই থাকবে আগুন আর প্রমিথিউস নাম। প্রমিথিউস মৃত্যুহীন। দন্ডের কাছে হারবে তোমার দম্ভ। মৃত্যু তোমার অবধারিত। বিদায় বন্ধু বিদায়। *(প্রস্থান। হারমিস হিফিসটস হস)*

।। পর্দা ।।

।। দৃশ্য ঃ ৩ ।।

উজ্জ্বল আলো। দৃশ্যপটে তাঁবুর আকৃতি ঘর। কয়েকজন যুবক শরীর চর্চা করছে। হাসিঠাট্টার শব্দ।

নেপথ্যে। হেরাক্লেসটার গায়ে বেশি জোর হয়েছে।

২য় কণ্ঠ। ও আমাদের দলপতি। কতটা লড়াই করেছে। না হলে আমাদের তাঁবু উঠিয়ে চলে যেতে হত।

১ম। ইস্, আমরা যেন কিছু না। আমরাও লড়েছি।

দলপতি হবার ক্ষমতা থাকলে লড়ে দেখ ওর সঙ্গে

২য়। ওরে বাপরে—তাহলে

হেরাক্লেস। (প্রবেশ)। দুই বাহুতে দলাইমলাই করতে করতে চককোর দেয়—হাঁক ছাড়ে—ইলেকট্রা ইলেক-ট্রা-আ। ইলেকট্রা, কোথায় যে যায়, কোথায় থাকে। এদিকে খিদের জ্বালায় পেটে হাতী ডন মারছে। আসুক দেখাবো মজা। ইলেকট্রা—

ইলেকট্রা। (প্রবেশ।) (হেরাক্লেস কাছে গিয়ে দুই বাহুতে ধরে।) হয়েছে। হয়েছে, হেরাক্লেস যে একজন শক্তিধর বীরপুরুষ তা সবাই জানে। ছাড় বলছি। যেখানে সেখানে আর কসরৎ না দেখালেও চলবে। দাদুকে ডাকব নাকি?

হেরাক্লেস। কেন? দাদু লড়বে নাকি আমার সঙ্গে।

ইলেক। দাদু ও দাদু। গায়ে যেন হাতীর জোর (দাদুর প্রবেশ)

দাদু। কী হয়েছে? সাহসী পুরুষে তো এরকমই থাকবে। ওকে দেখলে আমাদের ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যায়। কত যে ভাল লাগে।

হেরা। দাদু বুঝবে এর মর্ম। তুমি ত তার আগের কালের মেয়ে নও। যারা দলের নেতৃত্ব দিত। শিকার করে আনত।

ইলেক। হয়েছে। আমি হার শিকার করছি। দাদুর সামনে বীরপুরুষের অসম্মান করেছি। দাদু তুমিই বা কী রকম মানুষ, সব সময় ওর পক্ষ নিয়ে কথা বলবে।

দাদু। যা-ই বল দিদি, ও হল আমাদের দলপতি। ওর সাহসের জোরেই আমরা এখানে টিকে আছি। তা না হলে কবেই তাঁবু গুটিয়ে চলে যেতে হত।

ইলেক। দেখি বীরত্বের পরীক্ষা। একটা শুয়োর গরু কি ভালুকশিকার করে নিয়ে আসুক। সবাই মিলে খাওয়া যাবে।

হেরা। (অট্টহাসি) এর চাইতে কঠিন কিছু যদি থাকে ত বল। আচ্ছা সে সব পরে হবে। খিদেয় পেটে জ্বালা করছে। খাবার নিয়ে এসো, এখানে একসাথে খাব।

ইলে। আনছি গো আনছি। রাক্ষসের খোরাক অল্পেতে ত হবে না।

হেরা। কী খাওয়াবে বল না।

ইলে। শূয়োরের মাংস, গরুর ঠ্যাং ভাজা, কুকড়ো ঝলসানো যদি চাও তো গমের রুটি দিতে পারি—

হেরা। আর কয় হাঁড়ি সোমরস দেবে—

ইলে। তোমার তো পাঁচ সাত হাঁড়ির কমে হবে না। সে জানা আছে।

হেরা। তোমাকে কাছে পেলে এতসব লাগবে না।

ইলে। যেন পেতে বাকি আছে আর কি। (হেরাক্লেস ধরতে হাত বাড়ায়, ইলেকট্রা ছুটে পালায়।)

হেরা। দাদু বলো না, তোমাদের সেকালের গল্প। মদ্র আর পশুরা কি করেছিল যেন— (খাবার নিয়ে প্রবেশ করে ইলেকট্রা)। যা সব খাবার এনেছো। দাদুর গল্পের সাথে জমবে ভালো।

দাদু। তোমাদের দুটির ভালোবাসা খুনসুটি দেখলে বড় আনন্দ লাগে।

ইলে। দিদিমার কথা মনে পড়ে যায়। বুঝি। আহা রে বুড়ি তোমাকে ফেলে চলে গেল। তা তুমি আরেকটা বিয়ে করলে না কেন।

দাদু। কে নেবে এই বুড়োকে বল।

হেরা। আহা রে। তোমার উচিত হয়নি দাদুর দুঃখ জাগিয়ে তোলা। বাদ দাও ওসব। এসো দাদু খাওয়া শুরু করা যাক।

দাদু। আমাদেরও আরও আগে বনে জঙ্গলে প্রচুর গম আর ফল ছড়িয়ে থাকত। মানুষ তা খেতে শিখল। তাই সংগ্রহ করে নিয়ে আসত। নিজের বসত যেখানে। গোপনে রাখার জন্য মাটি চাপা রাখত। খাবার সময় তুলে খেত। মাটিতে থাকার ফলে সেগুলো থেকে গাছ হত আবার ফসল হত।

ইলে। দাদু খাও। না হলে তিনি আবার সব খেয়ে সাবাড় করে দেবেন। আমি আসছি।

(বেরিয়ে গিয়ে হাঁড়ি নিয়ে ছোকে হেরাক্লেস হাঁড়িটা নিয়ে কিছু পান করে।)

দাদু। *(খাবার মুখে দিয়ে)* মেয়েরা শিকার করত, নেতৃত্বও দিত তারপর ওই যে ফসল ফলতে দেখে মেয়েরা গর্ত খুঁড়ে বীজ পুঁতে রাখল আর ফসল ফলতে লাগল। তার ওপর বাচ্চাদের খাওয়ানো, দেখাশোনা জন্তু জানোয়ারের হাত থেকে বাঁচানো। এ সব দায়িত্ব ধীরে ধীরে মেয়েদের ওপর বর্তালো। মেয়েরা শিকার ছেড়ে থিতু হয়ে রইল।

ইলে। মেয়েরা নিজেরাই আটকা পড়ে গেল তাহলে। খাও দাদু।

দাদু। অনেকটা তাই। তোমরা এখন এক জায়গায় আছ, দুজনে ঘর করার কথা ভাবছ। আগে এরকম ছিল না। নির্দিষ্ট কোনো সম্পর্কের বাঁধন ছিল না। বাসস্থানও স্থায়ী ছিল না। সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণের বিশেষ দায় বোধ ছিল না।

ইলে। ছিঃ ছিঃ এভাবে মানুষের জীবন চলে।

হেরা। তুমি আজ ছিঃ ছিঃ বললে কী হবে। যা ছিল তা ছিল। আমাদের আজকের অবস্থা শুনে পরে মানুষে বলবে ছিঃ ছিঃ।

দাদু। ঠিকই বলেছ। ঘর বাঁধা শুরু হল। একঘরে যারা বসবাস করে, তারা হল পরিবার। সম্পর্ক নির্ধারিত হতে থাকল। মদ্র আর পরশুরা কাঠি দিয়ে গর্ত খুঁড়ে ফসল ফলাতে লাগল। জন্তু জানোয়ারের হাত থেকে ফসল বাঁচাতে পাহারা দিতে হয়। খেত পরিণত হল মানুষকে বেঁধে রাখার খুঁটিতে। তখন অস্ত্র বলতে পাথরেরই ছিল প্রধান। (কথা বন্ধ করে খেয়ে নিয়ে সুরা পান করে।) এখন তোমাদের হাতে শক্ত সব ধাতুর ধারালো অস্ত্র। মজবুজ বাড়িঘর। দেবতারা মানুষের জন্য যা সৃষ্টি করেন নি, ওরা তাই করছে। পাপ করছে। এই পাপেই সব নষ্ট হবে ধবংস হবে একদিন।

হেরা। কেন দাদু! কি সব নষ্ট হল। এখন তো মানুষ আগের চাইতে অনেক ভাল আছে। আত্মরক্ষার ব্যবস্থা অনেক মজবুত। বাড়িঘর হাতিয়ার সবই অনেক উন্নত অনেক বেশি কার্যক্ষম। চাষবাস ছেড়ে আবার মানুষ কেন বুনো যাযাবর বর্বর হতে যাবে। এখন ঘরে শীত, বৃষ্টি থেকে রক্ষা পায় মানুষ। মজুদ রাখে খাদ্য।

দাদু। তা ঠিক। জঙ্গলের প্রচুর গম খেয়ে পশুগুলো হত তাগড়াই, মাংস আর চর্বি হত প্রচুর। এখন আকারে ছোট হয়ে গেছে। মানুষও মাংস কমিয়ে গম খেতে শুরু করেছে। আগের মত তাগড়া হয় না, দীর্ঘদিন বাঁচে না।

ইলে। দাদু তুমি কতটা শীত দেখেছো।

দাদু। তা দুশোর বেশি হবে। তোমাদের কালের কেউই এতগুলো শীত দেখতে পাবে না বলে দিলুম।

হেরা। কী জানি বাবা, তোমাদের কোন হিসাব অঙ্কছিল না। তা কী করে বল বেশিদিন বাঁচত। তুমি দুশ শীত দেখেছ সে হিসাব করেছ কীভাবে। কী জানি তোমাদের হিসাব।

দাদু। বিশ্বাস কর আর না কর দেখতেই পাচ্ছি কত কম দিনে মরছে আজকাল। আমার বয়েসী আর কেউ আছে কী? আরো সর্বনাশ আসছে, পরশুরা শুনছি হলদে, সাদা আর লালচে রঙের ধাতু দিয়ে কী সব বাড়িয়ে মেয়েদের লোব দেখাচ্ছে। মেয়েরাও সে শত হাতে গলায় পরার জন্য গরু ভেড়া সব দিয়ে দিচ্ছে। অলংকারে সাজছে সবাই। এদিকে খাদ্য সম্পদ যে ফুরিয়ে যাচ্ছে সে হুঁশ নেই। ওদের ভান্ডার উপচে পড়ছে।

ইলেক। এই দেখনা দাদু। কেমন সুন্দর না। দিদিমারা তো এসব পরতে পায়নি।

দাদু। হ্যাঁ, খুবই সুন্দর। এসবের পেছনে ছুটে তোমরা আবার অন্ধকার পাতালে চলে যাবে।

হেরা। না, দাদু একথা ঠিক না। এ মজবুজ ধাতুর হাতিয়ার পেলে তোমাদের আগের হাতিয়ার কেউ নেবে না। নিতে পারে না। আগুনের ব্যবহার শিখে মানুষ আজ যে অবস্থায় পৌঁছেছে, খাদ্যের যে স্বাদ পাচ্ছে তা ছেড়ে আবার কাঁচা মাংস খাবে কেউ।

ইলেক। কাঁচা মাংস খাওয়া ছিঃ ছিঃ।

দাদু। আজ যা ছিঃ ছিঃ আগে তাই ছিল একমাত্র খাদ্য।

হেরা। আগুনের ব্যবহার যে শিখেছে, সে কখনো তা ভুলবে না।

দাদু। আগুনের ব্যবহার ভুলবে। কিন্তু অকৃতজ্ঞের মত ভুলে আছে তাঁকে।

হেরা। কাকে দাদু!

দাদু। দিনি আগুনের ব্যবহার শিখিয়েছিলেন সেই মহান প্রমিথিউসকে। আজও বন্দীদশায় অসহনীয় যন্ত্রণাভোগ করছেন ভয়ংকর ককেশাসে।

ইলেক। তোমরা, তোমাদের পূর্বপুরুষরা তাঁকে মুক্ত করে আনলে না কেন? এখন আমাদের দোষ দিচ্ছ।

দাদু। তোমাদের দোষ দিচ্ছি না। আমাদের অক্ষমতার কথাই বলছি। আমাদের কেউ তা পারতো না। জিউস তাকে মেরে ফেলত।

ইলেক। একালের কেউ যদি সে কাজ করতে যায়। তাকেও তো জিউস মেরে ফেলবে।

দাদু। না, একালেই এখন একজন বীরপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছে, সে সেই অসাধ্য সাধন করতে পারবে। যাকে জিউসও মারতে পারবে না।

দাদু। সে কোথায় জন্মগ্রহণ করেছে? কে সে, আমি তাকে দেখতে চাই।

হেরা। কী নাম তার? সে কী আমার চাইতেও সাহসী আর শক্তিশালী।

দাদু। না, তোমারই মত।

হেরা। নাম বল নাম।

দাদু। হেরা—

ইলেক। দাদু—আর বলো না। আমি তোমার কথায় প্রথমেই অনুমান করেছিলাম।

দাদু। না, দিদি না। নাম বলতেই হবে। এ যে দৈববাণী আর যে নির্দেশ আমার কাছে রয়েছে, তা অস্বীকার করতে পারি না।

ইলেক। তাহলে তুমি আমার স্বপ্ন, আমার ভালোবাসা, আশা-আকাঙ্ক্ষা সব ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে চাও।

হেরা। আমি বুঝতে পারছি না, তোমরা দুজনে কী নিয়ে এত কথা বলছ। ইলেকট্রা তুমিই বা দাদু বাধা দিয়ে এত আর্তনাদ করছ কেন। দাদু নামটা বল—

দাদু। হেরাক্লেস। হেরাক্লেস সে বীর, যে মুক্ত করে আনবে প্রমিথিউসকে।

ইলে। দা দু—তুমি আমার সর্বনাশ চূড়ান্ত না করে ছাড়বে না, স্বার্থপর।

হেরা। হ্যাঁ, আমিই সমাধা করব সে কাজ। আমাদের আজকের সুখ আরাম সবই তাঁর দান। তিনি যদি বন্দী হয়ে রইলেন, তাহলে আমাদের মুক্তি কোথায়। এ লজ্জা সকল মানুষের।

দাদু। পারবে। তুমিই পারবে। তোমার মত দুঃসাহসী অসীম শক্তির অধিকারী স্থিতধী বীরেরই মহৎ কর্ম সম্পান সম্ভব।

ইলে। দা দু, তুমি আর ওকে ক্ষেপিয়ে দিও না। তাহলে এখনই ছুটবে। ফিরে আসতে পারবে কি না সে ভাবনা তো ওর নেই।

হেরা। দাদু তোমার জানা আছে পথের নির্দেশ, তাহলে বল, আমি যাব।

ইলে। না, হেরাক্লেস না। এরকম অজানা বিপদের মুখে আমি তোমায় ছেড়ে দেব না। তুমি ছাড়া আমি কী করে থাকব। আমাদের ভালোবাসা, আমাদের ঘর বাঁধার স্বপ্ন সব কি শেষ হয়ে যাবে।

হেরা। না, ইলেকট্রা আমার, তুমি অবুঝ হয়ো না। আমিপ্রমিথিউসকে মুক্ত করে মহা গৌরবে ফিরে আসব। তখনই আমাদের ভালোবাসা আরও মহিমান্বিত হবে। আমাদের ঘরবাঁধা আরও সার্থক হবে। ফিরে আমি আসবই।

দাদু। তুমি মহান প্রমিথিউসকে মুক্ত করতে স্থির প্রতিজ্ঞ। তাহলে পথনির্দেশিকা নিয়ে আসি। *(প্রস্থান)।*

ইলেক। *(হাত ধরে)* তুমি কেন এমন ক্ষেপে গেলে বলত। এত যুগ যুগান্ত কেটে গেল। কেউ করল না এক কাজ। দাদু কি না তোমাকেই ক্ষেপিয়ে দিল। আমি তোমায় যেতে দেব না। একবারও ভাবলে না, আমি কেমনে থাকব। আমাদের এতদিনের কত আশা স্বপ্ন সব অপূর্ণই থাকবে। সব বৃথা হয়ে যাবে। বল আমি কী নিয়ে থাকব।

হেরা। তুমি কিছু ভেব না ইলেকট্রা। মহান প্রমিথিউসকে মুক্ত করে আমি ফিরে আসবই। আমরা ঘর বাঁধব। ফসল ফলাব। ঘরে গরু ভেড়া শূঠর থাকবে। আমাদের সন্তানেরা খেলা করবে। তুমি গর্বিত মা ও ঘরনী হবে। লোহার হাতিয়ার বানানো শুরু হয়ে গেছে। আমাদের জীবন আরও সহজ সুন্দর হবে।

ইলে। আমি জানি, তোমার সাহস ও বুদ্ধি অপরাজেয়। তুমি হার মানবে না, ফিরে আসবেই। তবুও কেমন যেন ভয় ভয় করছে, তোমাকে ছেড়ে দিতে (আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে) বীর আমার—*(দাদুরর প্রবেশ)।*

দাদু। তুমি উতলা হয়ো না দিদি। এই সেই পথনির্দেশিকা আর সংকেতলিপি *(প্রমিথিউসের প্রবেশ)* একটুকরো চামড়া খুলে ধরে। যে ভীত না হয়ে স্থির সংকল্প নিয়ে এগিয়ে যেতে পারবে, সে ঠিক লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে। কার্যসিদ্ধি করে ফিরে আসবে। এগিয়ে যাও বীর, আমাদের গর্ব তুমি। ফিরে এসে তোমরা ভাইবোন সংসার পাতবে। সেই আশায় আমিও বেঁচে থাকবো।

হেরা। ইলেকট্রা—

ইলেক। না, আমি তোমার পথরোধ করব না। আমি কিছু খাবার নিয়ে আসি। *(প্রস্থানোদ্যত)।*

হেরা। খাবার রয়েছে পথে পথে। কিছু দাও। ওগুলো থাকবে তোমার সান্নিধ্যের ঘ্রানসহ আমার প্রেরণা হয়ে। আমার হাতিয়ারগুলো নিজহাতে তুলে দাও।

ইলে। (হাতিয়ার ও খাবার নিয়ে আসে।) এই নাও বীর আমারর তোমার অস্ত্রধারণ কর। সকল বাধা জয় করে ফিরে এসো। *(খাবার মুখে তুলে দেয়)* একটু আমার হাতে খেয়ে যাও। মহান প্রমিথিউসকে মুক্ত করে বীরের গর্বে ফিরে এস। তোমার পথ চেয়ে থাকব।

হেরা। এই ত বীরাঙ্গনার মত কথা। তোমার ভালোবাসার জোরেই আমি ফিরে আসব।

দাদু। হ্যাঁ, বীর আমাদের ফিরে আসবেই। দিদিমণি তোমার কোন চিন্তা নেই। জানি না দয়ালী অগ্নি আমাকে কতদিন বাঁচিয়ে রাখবেন।

হেরা। বাঁচতে তোমাকে হবেই। তুমি দেখে রাখবে ইলেকট্রাকে। আমরা ঘর বাঁধব তুমি দেখবে। ইলেকট্র, তুমি ওই উঁচু পাহাড়টাতে দাঁড়াবে, আমি যেতে যেতে তোমাকে দেখব আর এগিয়ে যাব।

ইলে। এসো, বীর আমার। এগিয়ে চলো বীর আমার।

দাদু। এসো বীর শুভকামনা রইল।

।। পর্দা ।।

।। দৃশ্য ঃ ৪ ।।

ককেশাস পর্বত। পাথরে গাঁথা প্রমিথিউসের হাত পা শিকল বাঁধা। সমুদ্র গর্জন। ঈগলের ডাক।

নারী কণ্ঠে (দূরাগত, চাপা) প্রমিথিউস—(আবার) আবছা নীল আলো।

পাগলের মত প্রবেশ করে আইও। মঞ্চের সামনে মুখে ম্লান আলো।

আইও। উঃ, অসহ্য, অসহ্য এ যন্ত্রণ। দুঃসহ ওই ভীরুলের অন্তহীন তাড়না। দুর্বৃত্ত লম্পট জিউস। কামান্ধ বর্বর। বলেছিল জীবনসঙ্গিনী করে রাখবে। আমার মত রূপযৌবন নামি স্বর্গরাজ্যের কোথাও দেখেনি। পায়ে লুটিয়ে পরেছিল। জি-উ-স-শয়তান। বাসনা চরিতার্থ করে তাড়িয়ে দিয়েছে। ওই ভীমরুলটাকে অনুক্ষণ লাগিয়ে রেখেছে আমার পেছনে। আজই জুড়াবো সকল জ্বালা ঝাঁপ দিয়ে সাগরে।

প্রমিথিউস। ক্ষান্ত হও হে কল্যাণী।

আইও। কে, কে তুমি বললে আমায় ক্ষান্ত হতে। জানো কি আমার জ্বালা। আমি যন্ত্রণা সইছি আর ছুটে বেড়াচ্ছি কেবল এক মহামানবের সন্ধানে। যিনি অগ্রচিন্তক। যিনি জানেন আমার ভাগ্যলিপির গোপন রহস্য। তাঁর দেখা পেলেই জুড়াবো অভিশপ্ত এ জীবন জ্বালা।

প্রমিথিউস। হে কল্যাণী নারী, তুমি অভিশপ্তা নও। তোমার গর্ভে বেড়ে উঠছে যে শিশু সে হবে সকললোকের কল্যান। *(আন)* ধৈর্য ধর। মৃত্যু কোনো সমাধান নয়। আতমহত্যা তো পরাজয়েরই নামান্তর। তাতে অকল্যাণই জয়ী হয়। সাহসে রুখে দাঁড়ালে অন্যায় অকল্যাণ পরাস্ত হবেই।

আইও। এ অসহ্য যন্ত্রণা পাওনি তুমি। তাই বুঝবে কি জ্বালায় মরতে চাইছি সন্তান গর্ভে নিয়ে। সহস্র চক্ষু জিউসের অত্যাচার থেকে পরিত্রাণের পথ নেই। মৃত্যুও নেই শয়তানের।

প্রমিথিউস। আছে। আছে মৃত্যু জিউসের। তাই ত মৃত্যু হতে পারে না তোমার শ্রীমতী আইও।

আইও। কি বললে।—দেব-রা-জি জি-উ-সের মৃত্যু। কেমন করে হবে। তারই জন্য মরতে পারব না আমি। মিথ্যে ভুলিয়ে জ্বালাতন বাড়িও না। কি করে জানলে এসব। কে তুমি?

প্রমি। ক্ষমতালোভী অকৃতজ্ঞ জিউসের চক্রান্তের শিকার বন্দী আমি প্রমিথিউস। *(প্রমিথিউসের উপর আলো)।*

আইও। প্র-মি-থি-উ-স। মহান প্রমিথিউস তুমি।

প্রমি। হ্যাঁ। আমি সই প্রমিথিউস, মৃত্যুকে তুচ্ছ করে করেছিলাম প্রতিষ্ঠিত প্রধানরূপে ওলিমপাসে। জিউস করেছে বন্দী আমায়। ঈগলটাকে রেখেছে নিযুক্ত করে ঠুকরে ঠুকরে ক্ষতবিক্ষত করতে আমায়।

আইও। ওই অকৃতজ্ঞ শয়তানের কবল থেকে কি আমাদের পরিত্রাণ নেই।

প্রমি। আমাদের সকলেরই পরিত্রাণ আছে। রাতের পর নি। অন্ধকারের আলো যেমন সত্য, জিউসের মৃত্যু দূত তোমারই গর্ভে রয়েছে।

আইও। কী, আমার সন্তান হবে পিতৃহন্ত। দেবরাজ জিউসের হন্তারক। না না এ হতে পারে না।

প্রমি। অপ্রতিরোধ্য এ সত্য। যে ভালোবাসার বিনিময়ে দিচ্ছে জীবন জ্বালা। আমার সেবার পুরস্কারে এ বন্দীদশা। এ সবের কি কোনো প্রতিকার চাও না তুমি!

আইও। হ্যাঁ হ্যাঁ চাই। অবশ্যই প্রতিকার চাই।

প্রমি। তবে যাও কল্যাণী আইও। সযত্নে লালন কর তোমার আগন্তুক সন্তানে। যেন তার কোনো অকল্যাণ না হয়।

আইও। তাই হবে। তাই হবে, হে মহান সত্যদ্রষ্টা। আমি ফিরে যাব।

প্রমি। এখনি প্রভাতের সুন্দর আলোর তোমার পথ আলোকিত করবে। আর শয়তানের ঈগল আসবে আমায় ক্ষতবিক্ষত করতে। আমারও মুক্তি আসন্ন।

আইও। তোমার যে বাণী শুনালে আমায়, সে দায়িত্ব পালনে দুর্বল যেন না হই। আমি আসি *(প্রস্থান)*

(মঞ্চ অন্ধকার। নীল আলো)

প্রমি। (মুখে Spot) ওই আসে শয়তানের বার্তাবহ হারমিস। নতুন কোন শয়তানী প্রস্তাব নিয়ে।

হারমিস। মহান প্রমিথিউস, তোমার এ যন্ত্রণা সইতে পারি না আর। এর চাইতে মৃত্যুও ভাল। দেবরাজ জিউস মুক্তি দিতে চান তোমায়। শুধু একটা কথা—

প্রমি। শুধী কী কথা।

হীর। বলে দাও সেই গোপন কথাটি, যা কেবল তোমারই আছে জানা। কেমনে মৃত্যু হবে তার।

প্রমি। শয়তান নীচ লম্পট ক্ষমতালোভী অকৃতজ্ঞ অন্ধ জিউস। বলে দিও তার মৃত্যু অবধারিত। আমি জানি তবুও বলব না। আমায় মুক্তি দিলেও না। শয়তানের শর্তে আপোষ করে মুক্তি চায় না প্রমিথিউস। প্রমিথিউস অমর।

হীর। আমি দেবরাজের বর্তাবহ মাত্র। যত খুশি তিরস্কার কর আমায়। কিন্তু দেবাধিপতির প্রতি এত দুর্বিনীত বাক্যপ্রয়োগের স্পর্ধা সঙ্গত নয়। অসঙ্গত আচরণের ফলেই এ বন্দীযন্ত্রণা তোমার। এর জন্য দায়ী নয় দেবরাজ। এখন মুক্তি দিতে আগ্রহী—

প্রমি। প্রমিথিউস মুক্ত হবে শয়তানী আর অন্যায়ের সাথে হাত মিলিয়ে তা ভাবলে কেমনে। তোমার জিউসই বা এমন কথা মনে স্থান দেয় কি ভাবে। অন্যায় অবিচার শয়তানই থাকবে আমর মুক্তির ফলে। তা হবে না কখনো তুমি যাও শয়তানের অনুচর।

হীর। তবে যন্ত্রণা ভোগ কর। আমি চললাম *(প্রস্থান)*

প্রমি। যাও। *(ঈগলের ডাক)* ওই আসে শয়তানের আরেক অনুচর।

ঈগল। হে বন্দী মহাপুরুষ। জিউসের আজ্ঞায় কর্তব্যে নিযুক্ত আমি। এ কঠোর কর্তব্য পালনে উৎসাহ নেই আমার। মনে হয় জিউসকেই করে দিই ক্ষতবিক্ষত। তুমি কেন ক্ষমা চেয়ে মুক্তি নাও না।

প্রমি। আমি মুক্ত হলে তোর এই ভোজ পাবি কোথায় দুষ্টের বাহন দুষ্ট ঈগল। জিউসের ক্ষমা ঘৃণা আমার কাছে।

ঈগল। ক্ষমা কর যদি অন্যায় বলে থাকি। তুমি যে মহান কাজ করেছ, তা দেখি আকাশে বিচরণকালে। মানুষের সমাজে কত রূপ রূপান্তর। তোমারই সে দান-আগুন।

প্রমি। তোমার প্রশস্তিতে কাজ নেই আমার। তোমার কর্তব্য সমাধা করে যাও চলে। আমার মুক্তির দিন আসন্ন। তোমার আর দেবরাজ জিউসের মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে আসছে।

ঈগল। তুমি পাগল হয়ে গেছ। দেবরাজ জিউসের মৃত্যু আমার মৃত্যু। কী বলছ প্রমিথিউস। মৃত্যু আমার কি তোমার দেখাচ্ছি তোমায়।

প্রমি। ওই আসে। আমি তার পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। আমার মুক্তিদাতা আসছে। বীর হেরাক্লেস।

হেরা। *(দ্রুত প্রবেশ)* দাঁড়ারে দুর্বৃত্ত ঈগল। বাঁচতে চাস তো পালা এখান থেকে।

ঈগল। কে হে তুমি, এত বড় সাহস। আমি স্বর্গের দেবরাজ জিউসের বাহন। তাঁরই আজছায় কর্তব্যকর্মে, আছি রত। আমায় পালাতে বল মর্তের মানুষ হয়ে।

হেরা। বাক্যবিনাসে কাজ নেই আমার। তোর জিউস স্বর্গের না পাতালের কোন পতি, আমার তা দিয়ে কাজ নেই। তুমি অনুগামী স্বর্গের না পাতালের কোন পতি, আমার তা দিয়ে কাজ নেই। তুমি অনুগামী স্বর্গের না রসাতলের তা নিয়ে আমার করণীয় কিছু নেই। বাঁচতে হলে চলে যা। না হলে মরণ অবধারিত।

ঈগল। কী আমাকে দেখাও প্রাণের ভয়। জিউসের ভয় নেই তোমার। ওই দেখো দেবতা হয়েও জিউসের বিরুদ্ধাচরণের ফল ভোগ করছে প্রমিথিউস। বাধা দিও না আমায়। তুমি পালাও।

হেরা। হেরাক্লেস পালাবার জন্য আসেনি এখানে। মহান প্রমিথিউসকে মুক্ত করে নিয়ে যাব আমি। জিউসের যদি থাকে সাহস তবে যেন আসে এখনি এখানে। দ্বন্দ্বে করি আহ্বান।

ঈগল। দুঃসাহস বটে তোমার।

হেরা। (প্রমিথিউসকে মুক্ত করতে উদ্যোগ নেয়) ওঠ মহান বীর মানবজাতির মুক্তিদাতা (ঈগল বাধা দিতে চায় হেরাক্লেস তাড়া করে বের করে দেয়।) তুমি দিয়েছিলে আগুন। মানুষ জেনেছে খাদ্যের স্বাদ। শিখেছে বাঁচতে। লজ্জার চেতনায় বানিয়েছে আবরণ। নতুন নতুন ধাতুর শক্ত আর তীক্ষ্ণ হাতিয়ার সুখের স্বাদ পেয়ে ভুলেছিল তোমায়। সে বিস্মরণ অক্ষমনীয় অবরাধ। তুমি আমাদের ক্ষমা কর হে মহান। তোমার মুক্তি আমাদেরও মুক্তি নেই।

প্রমি। না, বীরশ্রেষ্ঠ হেরাক্লেস। তোমাদের কোন অপরাধ নেই। অগ্নি প্রকৃতির শক্তি। তার অধিকার সর্বলোকের। আমি শুধু সেই চেতনার আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিলাম। যারা একাধিপত্য চেয়েছিল সইতে পারেনি তারা। ক্ষমতার অধিকারে মত্ত মানুষ ব্যগ্র হয়ে ওঠে আপন আধিপত্যে। ভুলে যায় পূর্বাপর পরিণাম। আত্মবিস্মৃতিই বন্দীদশা মানুষের।

হেরা। সে বিস্মৃতি ঘটেছিল মানুষের। তাই অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত। সর্বলোক ব্যস্ত, হয়নি সে আলো সেই জ্ঞান। বাধা দেয় সুযোগ সন্ধানীরা। বঞ্চিত করে স্বজনে সুখ সন্ধানে মত্ত থাকে। জানে না ওপথেই ক্ষয় ত্বরান্বিত হয়।

প্রমি। বঞ্চিতরা তোমার পথরোধ করে দাঁড়াবে। এগোতে দেবে না তোমায়। এ বোধ জাগ্রত না হলে মানুষ প্রার্থিত উচ্চতায় পাবে না প্রতিষ্ঠা।

(হেরাক্লেস শিকল ছুঁড়ে ফেলে দেয়। অস্পষ্টভাবে জনতার উল্লাস ধ্বনি ভেসে আসে। দুজনে মঞ্চের সামনে চলে আসে কথা বলতে বলতে। শিশুর কান্নার শব্দ।)

হেরা। কাঁদে কে? কেন এ ক্রন্দনধ্বনি আনন্দময় মুহূর্তে।

প্রমি। ক্রন্দনধ্বনি নয় হেরাক্লেস। এ নবজাতকের আত্মঘোষণা। আইওর পুত্রসন্তান ভূমিষ্ট হল। সম্মিলিত মহামিলনক্ষেত্রে অত্যাচারিত বন্দীরা যখন লাভ করে আত্মচেতন, তখনই অবসান ঘটে অত্যাচারের। সেই মানুষের হয় নবজন্ম।

(জনতার ধ্বনি প্রবলতর। নানারঙের আলোয় উদ্ভাসিত মঞ্চ।)

।। যবনিকা ।।